দৈনিক খবর

তারিখ 29 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়—১

প্রধানমন্ত্রীর প্রতি অবজ্ঞা আর জাতীয় পতাকার অবমাননার মধ্যদিয়ে যাত্রা শুরু হলো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের

● শাহজাহান আলম (সাজু) প্রেরিত ● দীর্ঘ এক যুগ টানাহেঁচড়ার পর গত ১লা নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার নিজস্ব ভূমিতে থিতু হয়েছে।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন সরকার ঝিনাইদহ এবং কুষ্টিয়া জেলার মধ্যবর্তী শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুর এলাকায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিভিন্ন ইসলামিক দেশের আর্থিক সহযোগিতায় ১৭৫ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

কিন্তু জামায়াত–শিবির এবং অন্যান্য ইসলামী দলসমূহ শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরের মত অজপাড়াগাঁয়ে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র বিরোধিতা করতে থাকে। ফলে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ১৯৮২ সালে তৎকালীন এরশাদ সরকার জামায়াত–শিবিরের চাপের মুখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুর থেকে ঢাকার অদূরে গাজীপুরে স্থানান্তর করে। গাজীপুরে প্রায় ৬ বছর কার্যক্রম চলার পর পূর্বতন এলাকাবাসীর তীব্র আন্দোলনের ফলে এরশাদ সরকার ১৯৮৯ সালে কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়টি পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে।

শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরের প্রতিবাদে জামায়াত–শিবির তাদের সর্বশক্তি দিয়ে ঢাকাসহ সারাদেশে আন্দোলন শুরু করে। জামায়াত নেতা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী তখন সারাদেশে ওয়াজ মাহফিলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় স্থানান্তরের বিরুদ্ধে জনমত তৈরীর প্রচেষ্টা চালান। কিন্তু এরশাদ সরকার তার সিদ্ধান্তে অটল থেকে শত প্রতিকূলতার মাঝেও ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ায় স্থানান্তর করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরের নির্মাণ কাজ অসমাপ্ত থাকায় সেশনজট থেকে ছাত্রদের বাঁচাবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম সরকারের সহযোগিতায় কুষ্টিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস স্থাপন করেন। কুষ্টিয়া পিটিআই ইনস্টিটিউট ও মেডিকেল স্কুলের ফ্যাকাল্টি ও ছাত্রাবাস বিশ্ববিদ্যালয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পাস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। দীর্ঘ প্রায় আড়াই বছর কুষ্টিয়ায় অস্থায়ী ক্যাম্পাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম পরিচালিত হবার পর গত ১লা নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাস শান্তিডাঙ্গা–দুলালপুরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থানান্তরিত হয় এবং এর কার্যক্রম শুরু হয়।

বহু রাজনৈতিক নেতা–কর্মীর দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের শুভ যাত্রা শুভ হোক, এই প্রত্যাশ্যাই সকলে করেছিল। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের অবহেলা, অযোগ্যতা ও রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের প্রচেষ্টার ফলে বহু আকাংখিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি হট্টগোল ও বিশৃংখলায় পর্যবসিত হয় এবং সবশেষে তা পন্ড হয়ে যায়।

সকলের দাবী ছিল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে চ্যান্সেলর ও প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া এর উদ্বোধন করুন। ছাত্র–শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীর আশা ছিল ভার্সিটির প্রাথমিক আর্থিক দুরবস্থার সময় প্রধানমন্ত্রী এ ক্যাম্পাস উদ্বোধন করলে বিশ্ববিদ্যালয় অন্ততঃ কিছু আর্থিক অনুদান পাবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রীকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি করার জন্য দাবী জানিয়েছিল। কিন্তু উপাচার্যের একগুঁয়েমির ফলে শেষ পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীকে ক্যাম্পাসে আনা সম্ভব হয়নি।

একটি বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, জামায়াত–শিবির চায়নি একজন মহিলা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন করুন। জামায়াত–শিবিরের চাপের মুখেই উপাচার্য প্রধানমন্ত্রীকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি না করে উদ্বোধক হিসেবে উপাচার্য আঃ হামিদ তার নিজের নামটি চিরদিনের জন্য রেকর্ড করে রাখতে চেয়েছিলেন বলে একটি সূত্রে জানা গেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে বর্তমান উপাচার্য এবং কর্তৃপক্ষের স্বাধীনতা–বিরোধী মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়নি, এমনকি জাতীয় পতাকা পর্যন্ত উত্তোলন করা হয়নি। অনুষ্ঠানসূচীতে কোন বক্তৃতাপর্ব না থাকলেও উপাচার্য তার ইচ্ছামত কতিপয় রাজনৈতিক নেতাকে মঞ্চে বসিয়েছেন। বিশেষ করে জামায়াতের কয়েকজন নেতাকে মঞ্চে বসাতে দেখা গেছে। বিএনপি'র একজনকে নামকাওয়াস্তে মঞ্চে বসানো হলেও আওয়ামী লীগ কিংবা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কোন নেতাকে মঞ্চে বসানো হয়নি।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া জেলা পুলিশ সুপার আনোয়ার হোসেন তার বক্তব্যে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে ওঠেন– '৭৫–এ জনগণ ভুল করেনি। এই ধৃষ্টতাপূর্ণ উক্তির সাথে সাথে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছাত্র ও সুধীজনের পক্ষ থেকে তার বক্তব্য প্রত্যাহারের দাবী জানানো হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যার বেদনাবিধুর স্মৃতি বিজড়িত ঐ দিনটি সম্পর্কে পুলিশ সুপার তার বক্তব্য প্রত্যাহার না করায় অনুষ্ঠানে ব্যাপক হাঙ্গামা দেখা দেয়। এক পর্যায়ে ছাত্র–জনতা অনুষ্ঠানের মঞ্চ দখল করে নেয়। ফলে অনুষ্ঠান পন্ড হয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপারের মত একজন সামান্য সরকারী কর্মকর্তা কিভাবে বক্তব্য প্রকাশের সুযোগ পেল এ প্রশ্ন এখন সবার। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচিত শিক্ষক সমিতি এবং কর্মচারী সমিতির কোন প্রতিনিধিকে বক্তব্যের সুযোগ দেয়া হয়নি। কোন ছাত্রনেতাকেও বক্তব্য দিতে ডাকা হয়নি।

উদ্বোধনী দিনে শিবিরের সশস্ত্র ক্যাডাররা সার্বক্ষণিকভাবে উপাচার্য অধ্যাপক আঃ হামিদের নিরাপত্তা প্রদান করে। জামায়াতের নেতা গোলাম আযমকে কিংবা আব্বাস আলী খানকে দলীয় কর্মীরা যেভাবে নিরাপত্তা বেষ্টনী তৈরী করে আগলে রাখে ঠিক তেমনি শিবিরের ক্যাডাররা সার্বক্ষণিকভাবে ভিসিকে আগলে রেখেছিল। শিবিরের ক্যাডারদের নিরাপত্তা বেষ্টনীর ফলে অনেক শিক্ষক ও কর্মকর্তা পর্যন্ত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ভিসির নিকট যেতে পারেননি।